দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 18 NOV 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকালীন চিন্তা

letters.ittefaq@gmail.com

নির্ধারিত দিনেই হোক বই উৎসব

মো. রেদোয়ান হোসেন

বিগত কয়েক বছর ধরে সরকার সফলতার সঙ্গে জানুয়ারির প্রথম দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে দিনটিকে পাঠ্যপুস্তক দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। নতুন বছরের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীরা হাতে নতুন বই পেলে আনন্দে উদ্বেলিত হয়। পড়াশোনার প্রতিও আরো বেশি আগ্রহ জন্মে। সে জন্যই পাঠ্যপুস্তক দিবসে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। এ বছরও পহেলা জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক দিবস পালন করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ২২ কোটি ৯২ লাখ ২ হাজার ৫১৮ সেট নতুন বই। এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। জানুয়ারি মাস আসতে বেশি দেরি নেই। তাই সময়মতো যাতে শিক্ষার্থীরা বই হাতে পায় সেটি নিশ্চিত করাই হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ।

বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়ার অংশ হিসাবে অধিকাংশ উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের বই পৌঁছাতে শুরু করলেও প্রাথমিকের বই এখনো পৌঁছানো তেমনভাবে শুরু করেনি। ইতোমধ্যে যথা সময়ে বই ছাপা, সরবরাহ ও কাগজের মান নিশ্চিত করতে ৬টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে দর কষাকষির কারণে প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। যে কারণে আগামী বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। যে কোনো মূল্যে এই শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে হবে।

সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য কাজ করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের দুটি পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে। সিলেবাসেও এসেছে পরিবর্তন। তথ্যপ্রযুক্তিসহ নিত্য নতুন বিষয় যুক্ত করা হচ্ছে সিলেবাসে। পাঠ্যপুস্তকের কাগজের মান বাড়ানো হয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রচ্ছদ, বইয়ের ভিতরের অলঙ্করণও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। তবে ছাপার মান যদি ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে এগুলো কোনো কাজ দেবে না। এজন্য ছাপার মান ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া বই বাঁধাই এবং আঠা লাগানোর ক্ষেত্রেও যত্নশীল হতে হবে। মনে রাখতে হবে কমবয়সী শিক্ষার্থীরা এসব পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে—কয়েক মাস যেতে না যেতেই যদি বই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তাহলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির শেষ থাকবে না। বিনামূল্যের এসব বই বাজারে কিনতেও পাওয়া যায় না। পাওয়ার কথাও নয়। তাই কাগজ, ছাপা, বাঁধাইসহ সবকিছুতে যেন বইয়ের মান ঠিক থাকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সময়মতো বই পৌঁছানোর ব্যাপারেও নিতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ। গত বছর এই সময়টায় রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। এমনকী পহেলা জানুয়ারি বই উৎসবের দিন হরতাল ডাকা হয়েছিল। এরপরও শিক্ষার্থীরা সময়মতো বই পেয়েছে। এবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত। সুতরাং শিক্ষার্থীরা সময়মতো বই পাবে—এ প্রত্যাশা সবার।

বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ